কলকাতার আদি আচার্য

ডেভিড ড্রামন্ড

TEACHER OF DEROZIO

জীবনী; রচনাদির বঙ্গানুবাদসহ
দুষ্প্রাপ্য মূল রচনা ও নথিপত্রের সংকলন

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

ডিরোজিও স্মরণ সমিতি

KOLKATAR ADI ACHARYA : DAVID DRUMMOND

TEACHER OF DEROZIO

is a monograph in two distinct parts. An elaborated biography and Bengali translation of DRUMMOND'S selected works such as poems, letters, speeches, articles are available here. The second part, i.e. the English portion, is a collection of valuable and rare memoirs, documents and reprints of his original writings. This portion would be relevent for scholars who have a profound interest in Derozio and his cultural milieu.

© ডিরোজিও স্মরণ সমিতি

ISBN 978-81-7332-470-3

Price ₹ 395

প্রথম প্রকাশ

২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪

সর্বশেষ সংস্করণ

জানুয়ারি, ২০২৬

দাম ₹ ৩৯৫

অক্ষর বিন্যাস আলগ্রাফ

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮

Email: punaschabook@gmail.com

Web: www.punaschabooks.com

ডিরোজিও-চর্চার সূত্রে যিনি ডেভিড ড্রামন্ডের দিকে
বিশেষভাবে আলো ফেলেছিলেন; 'অশান্ত কাল ঃ জিজ্ঞাসু যুবক'-এর
লেখক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের স্মৃতিতে

মুখবন্ধ

রামমোহন এবং ডিরোজিও বঙ্গদেশের বৌদ্ধিক জগতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দুজন প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু যদিও রামমোহন সম্পর্কে এ তাবৎ বিস্তর গবেষণা হয়েছে তাহলেও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ তুহ্‌ফাৎ-উল মুওয়াহ্‌হিদিন-এর রফাহীন যুক্তিবাদে তিনি কী ভাবে পৌঁছেছিলেন। সৌভাগ্যবশত ডিরোজিও-র সুবিদ্য জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড্‌স্ তাঁর নির্বাচিত নায়কের মানস বিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পরবর্তীকালের জন্য রেখে গিয়েছেন। তা থেকে আমরা জানি এই তরুণ প্রতিভার উন্মেষকালে তাঁর মনের গঠনে সব চাইতে গভীর এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁর বিবেকী, অন্বেষ্টা, কবি-শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড।

পশ্চিম ইয়োরোপের মানস জগতে আধুনিকতার উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে। তবে আধুনিক জীবনদর্শনের অনেকগুলি দিক বিশেষ স্পষ্টতা অর্জন করে আঠারো শতকে আলোকায়ন বা *Aufklarung* আন্দোলনে। পরলোকের বদলে ইহলোক, ঈশ্বরের বদলে মানুষ, শাস্ত্রপুরাণের প্রাধিকার অগ্রাহ্য করে যুক্তি প্রমাণকে প্রাধান্য দেওয়া, পরম্পরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার ঘোষণা, আত্মনিগ্রহের নীতিকে খারিজ করে বহুমুখী আত্মবিকাশ এবং অনুশীলিত সম্ভোগের আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ঠুলি-আঁটা, জাবর-কাটা, প্রথাসিদ্ধ জীবনযাত্রাকে বর্জন করে নতুন নতুন পথ, বিভিন্ন বিকল্প, দেশবিদেশের সাহসী অনুসন্ধান, নিজের ভিতরে বিচিত্র সম্ভাবনা আবিষ্কার করে তা নিয়ে আত্মনির্মাণের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এই যে মানবতন্ত্রী এবং র‍্যাডিক্যাল প্রতিন্যাস এটির মুখ্য ধারক এবং বাহক ছিলেন আঠারো শতকের কিছু ফরাসী এবং ব্রিটিশ ভাবুক। বেইল, ভলতেয়ার, দিদরো, হিউম, পেইন, গড্‌উইন এবং সমসাময়িক আরো বেশ কয়েকজন মনীষী পরম্পরানির্ভর ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাড্যের অপনয়ে তাঁদের বৌদ্ধিক উদ্যমকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আঠারো শতকে অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) এবং সংশয়বাদ (skepticism) -এর মুখ্য দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ডের যথার্থ

গুরু। অবশ্য ড্রামন্ড তাঁর গুরুকে চোখে দেখেন নি; ড্রামন্ডের জন্মের (১৭৮৫) ন' বছর আগেই হিউমের মৃত্যু হয়। কিন্তু দুজনেরই জন্ম স্কটল্যান্ডে; এবং যদিও হিউম-রচিত দার্শনিক বীজগ্রন্থ *Treatise of Human Nature* (১৭৩৯-৪০) প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছুকাল বিবুধান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছু আগেই তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা সারা পশ্চিম ইয়োরোপের ভাবুক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৫) প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন, জিজ্ঞাসাহীন গোঁড়ামির সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে হিউমের দর্শন তাঁর চেতনাকে প্রথম জাগিয়ে তোলে। হিউম দেখান, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ অথবা যুক্তিসিদ্ধ নয়, এমন ধারণা অগ্রহনীয়। ফলে দর্শনের বিচারে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ধর্মীয় উদ্ভাবনা সবই অসত্য বা অবাস্তব। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমের তরুণ প্রজন্মের ওপরে তাঁর *Essay on Miracles, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, Dialogues Concerning Natural Religion* প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

এই যুক্তিবাদী, সংশয়বাদী, অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হয়ে ড্রামন্ড যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর বয়স আঠাশ। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, গভীর নিষ্ঠায়, আলোকিত উদ্যমে, অদম্য আত্মপ্রত্যয়ে সেটিকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে তুললেন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। উনিশ শতকের সূচনায় ড্রামন্ড-পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমি শিক্ষার একটি নতুন মডেল রচনা করে। এখানে ইয়োরোপীয়, ইয়োরেশীয় এবং ভারতীয় ছাত্ররা একত্রে অধ্যয়ন করত। সকলেরই পাঠ্য বিষয় ছিল এক; এখানে বিভিন্ন বর্গের মধ্যে কোনো তারতম্য করা হত না। ড্রামন্ড স্কটল্যান্ড থেকে শুধু যুক্তিবাদ নিয়ে আসেন নি, সাম্যের আদর্শও নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শুধু আদর্শ শিক্ষক ছিলেন না, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন স্বভাব-কবি। ছাত্রদের মনে যেমন স্বাধীন চিন্তা এবং যুক্তিশীলতার প্রবর্ধন করেন তেমনই তাদের ভিতরে কল্পনা এবং অনুভূতির বিকাশে সহায়ক হন।

ডিরোজিও ধর্মতলা একাডেমিতে ভর্তি হন ছ' বছর বয়সে; সেখানকার পাঠ যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ। যে কোনো সাধারণ মানুষের জীবনে শৈশব-কৈশোরের এই আটটি বছর মহা গুরুত্বপূর্ণ। ডিরোজিওর সহজাত প্রতিভা সুযোগ্য গুরু ড্রামন্ডের সযত্ন পোষণে অল্প বয়সেই বিকশিত হয়ে ওঠে। একদিকে রোম্যান্টিক কাব্য সাহিত্য, অন্যদিকে যুক্তিবাদী র‍্যাডিক্যাল দর্শন; একদিকে নিরন্তর জিজ্ঞাসা, অন্যদিকে ব্যক্তিসাক্ষিক অনন্যতন্ত্র সততার সাধনা—দুই ধারার মিলন তরুণ ডিরোজিওর চরিত্রে ক্যারিজ্‌মার সঞ্চার ঘটায়। এই অপ্রতিম শিক্ষকের

বিদ্যুদ্‌গর্ভ সান্নিধ্যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা একদা হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদিপর্বে এক একজন কুশীলব। 'ইয়ং বেঙ্গল' এই সামূহিক অভিধায় তাঁরা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

বিশ শতকের সমাপ্তি এবং একুশ শতকের সূচনায় আমরা যখন এক অন্ধকার পর্বে বাস করছি, তখন অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল পর্বের কথা স্মরণ করাই স্বাভাবিক। রামমোহন, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল নিয়ে সম্প্রতিকালে বেশ কিছু গবেষণা এবং আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ডিরোজিও-প্রতিভার পোষণ ও বিকাশে যাঁর ছিল মুখ্য ভূমিকা সেই ডেভিড ড্রামন্ড বাংলার বৌদ্ধিক ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত প্রায় অবহেলিত। শ্রী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অধীর কুমার বিশেষ যত্নে ড্রামন্ডের জীবনী এবং তৎসংক্রান্ত নথিপত্র একটি গ্রন্থে একত্রিত করে একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন। আধুনিক বাংলার মানস-ইতিহাসে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা লেখক-সম্পাদক যুগলের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। ডেভিড ড্রামন্ড বিষয়ে এই মূল্যবান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

২.১২.২০০৪

শিবনারায়ণ রায়

আমাদের কথা

ডিরোজিও এক বিরল শিক্ষক। অনধিক তেইশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি যা করেছেন তার কোনো তুলনা সারা বিশ্বে নেই। জিয়নকাটির ছোঁয়ায় যেমন সবকিছু প্রাণ পায় তাঁর বিদ্যাদানের স্পর্শে তেমনি ভারতীয় ছাত্ররা প্রথম জেগে উঠেছিল। এদেশে যাঁরা মানুষের পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাঁরা সবাই ডিরোজিওর সন্তান-সন্ততি, কি ভাবনায়, কি মননে। সেই ডিরোজিওকে যিনি একটু-একটু করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড। একটা মানুষ—যিনি আপন আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় মাতৃভূমি, সব কিছু ফেলে সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন; যিনি আপন সন্তানের চেয়ে অধিক ভালোবাসায় স্নেহে-প্রশ্রয়ে ডিরোজিওকে রচনা করে আমাদের উপহার দিয়েছেন; যিনি আজীবন সমৃদ্ধ করে গেছেন মানুষের চিন্তার জগৎকে; যিনি প্রিয় শিষ্যের গুণ গান করতে করতে এদেশের মাটিতেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে রইলেন তিনি বাণীর বরপুত্র ডেভিড ড্রামন্ড। এমন মানুষকে মনে না রাখা পাপ।

দেশ-কাল-সম্প্রদায়-বর্ণ নিরপেক্ষ 'মুক্ত-চিন্তা'র সুর যিনি এদেশীয় তরুণদের আসরে প্রথম বাজিয়ে তুলেছিলেন তিনি ডিরোজিও। ডেভিড ড্রামন্ডই সেই শিক্ষক যিনি ছাত্রের হৃদয়বীণায় বাজিয়ে তুলেছিলেন সেই সুরের অনুনাদ। সেই হৃদয়বীণাই হয়ে উঠেছিল ভারতবীণা। এমন ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলন একবারই হয়েছিল। আমরা রক্ষণশীল বলেই ডিরোজিওকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি, ডেভিড ড্রামন্ডকে বিস্মৃত হয়ে গেছি।

ডিরোজিও চর্চা করতে করতেই আমরা ড্রামন্ডের কাছাকাছি চলে আসি। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে এবিষয়ে একটি অলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করি। ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় অনেক দিন ধরে বিলুপ্ত প্রায় পত্র-পত্রিকা থেকে নথিপত্র, তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন। আমিও সেই সঙ্গে 'বেঙ্গল হরকরার' মাইক্রোফিল্ম দেখে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাই। সেই সংগৃহীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে ড্রামন্ডের জীবন ও তাঁর রচনাদির একটা রূপরেখা তিনি খাড়া করেছেন। তাঁর মূল রচনার সঙ্গে বক্তৃতা, চিঠিপত্র যতদূর সম্ভব দিয়ে দেওয়া গেল। সঙ্গে রইল ড্রামন্ডের স্কুল নামে পরিচিত ধর্মতলা একাডেমির বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার

রিপোর্ট। এগুলি সে সময়কার পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। সাধারণ পাঠকদের কথা মনে রেখে তাঁর কিছু লেখার বঙ্গানুবাদও দেওয়া হয়েছে। এগুলি যাঁরা করে দিয়েছেন কবি আলোক সরকার, কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, অধ্যাপিকা সারোত্তমা মজুমদার তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে মনস্বী শিবনারায়ণ রায় আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। 'পুনশ্চ'র কর্ণধার সন্দীপ নায়েক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিতে রাজী হওয়ায় বইটি আলোর মুখ দেখল। এই বই প্রকাশিতই হত না পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবদুস সাত্তার যদি সক্রিয় উৎসাহ না দেখাতেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এটি আমাদের ডিরোজিও-চর্চার পঞ্চম ফসল। এর আগে আমরা প্রকাশ করেছি ডিরোজিওর অপ্রকাশিত কবিতা ('আনপাবলিশড্ পোয়েমস্ অব এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও'), প্রকাশ করেছি তাঁর রচনা সমগ্র ('সঙ্ অব দি স্টর্মি পেট্রেল')। বাংলার বরেণ্য কবিগণ ডিরোজিওর সনেটগুলির সুন্দর বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন। 'ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেট কবিতা' নামে সে পুস্তক আমরা প্রকাশ করেছি। বাংলায় 'ডিরোজিও ঃ সময়ের অ্যালবাম' প্রকাশ করেছি। পরিকল্পনা আছে এরপর ডিরোজিওর সমস্ত কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ-বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার। কাব্য-কবিতার অনুবাদ উপযুক্ত হাতে হওয়া দরকার। অনেক সময়ও দিতে হয়। কবিগণই একটা দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত এবং বিবেক। তাঁদের হারিয়ে যাওয়া মানে অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়া। আমরা পরে আরো অনুসন্ধান চালাবো ডিরোজিও ও ড্রামন্ডের আরো রচনার জন্য। এখানে পাওয়া যায় না এমন অনেক পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম বিদেশে আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তা সংগ্রহ করলে আমরা প্রবল সাধুবাদ জানাবো—একটা কাজের কাজ বলে। আমরা পাবো হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য সম্পদ। ডিরোজিও অনুরাগী পাঠকদের উপহার দেবার মতো ফসল আমাদের গোচরে এবং সংগ্রহে আরো আছে। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে এমন আরও মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

অধীর কুমার
সম্পাদক
ডিরোজিও স্মরণ সমিতি

বই লেখার গল্প

গঙ্গা ধরে হাঁটতে হাঁটতে যেমন একসময় পৌঁছানো যায় গঙ্গোত্রীতে, ডিরোজিওকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে তেমনি আমরা পৌঁছেছি ড্রামন্ডে। ছাত্রের নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), গুরুর নাম ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৫/৮৩-১৮৪৩)। ডিরোজিওর জীবনীকার লিখেছেন, 'David Drummond, the grim, Scottish, hunch-backed schoolmaster, and Henry Derozio the sprightly, clean-limbed, brilliant Eurasian boy, admired and loved each other as rarely master and pupil do.' ড্রামন্ড না এলে ডিরোজিওকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। সেই ড্রামন্ডকে নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে '*ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে*', তাঁর মৃত্যুর অনতিপরে। ১৮৬৯ সালে টি.বি. লরেন্স তাঁর সম্পাদিত *ইংলিশ পোয়েট্রি ইন ইন্ডিয়া* নামক কাব্য-সংকলনে ড্রামন্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ তাঁর একটি কবিতা ছাপেন। ড্রামন্ড সম্পর্কে তাঁরা অনেক কথা বললেও, তিনিই যে ডিরোজিওর স্রষ্টা, সেকথা ঘুণাক্ষরেও কেউ উচ্চারণ করেননি। সে কথা প্রথম বিস্তারিতভাবে লেখেন ডিরোজিওর প্রথম জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস। ১৮৮৪ সালে লেখা সেই জীবনীর গোড়ার দিকেই ডেভিড ড্রামন্ডের ভূমিকার দিকে আলোকপাত করেন তিনি। অতঃপর যাঁরাই ডিরোজিওকে নিয়ে কিছু লিখতে গেছেন তাঁরা ড্রামন্ডের উল্লেখ না করে পারেন নি। বাংলা ডিরোজিও-জীবনীকারদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মৈত্রই ড্রামন্ড বিষয়ক মূল রচনা ও ড্রামন্ডের কিছু লেখা ও নথিপত্র একটু নজর করে দেখেছিলেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *অশান্তকাল ঃ জিজ্ঞাসু যুবক* গ্রন্থে ড্রামন্ড সম্পর্কিত অধ্যায়টি খুবই আকর্ষণীয়। সুবীর রায়চৌধুরীর ডিরোজিও-জীবনীতেও ড্রামন্ড সবিশেষ গুরুত্বে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে নিয়ে একটা গোটা বই এই প্রথম।

ডিরোজিও-স্মরণ-সমিতির পক্ষ থেকে ডিরোজিওর রচনা ও তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি যখন আমরা আথারি-পাথারি করে খুঁজতে শুরু করি। তখন থেকেই ড্রামন্ড সম্পর্কিত মূল রচনা ও ড্রামন্ডের লেখাগুলি আমাদের নজরে পড়তে থাকে। 'ধর্মতলা একাডেমি'র বার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্ট বিভিন্ন কাগজে বের হয়েছিল। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, ন্যাশানাল লাইব্রেরির বিভিন্ন বিভাগে পুরানো

জার্নাল, মাইক্রোফিল্‌ম, সি.ডি. দেখার সময় কোথায় কী আছে নোট নিতে থাকি। ন্যাশানাল লাইব্রেরির কম্পিউটার বিভাগ থেকে '*ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে*' মুদ্রিত ড্রামন্ডের দুষ্প্রাপ্য জীবনীটির প্রিন্ট-আউট নিই। '*বেঙ্গল হরকরা*'র মাইক্রোফিল্‌ম থেকে '*উইকলি এগজামিনারের*' পুনর্মুদ্রণগুলি সংগ্রহ করতে থাকি। জেমস সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত '*ক্যালকাটা জার্নাল*' খুঁটিয়ে দেখি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গোথালস্‌ লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করি 'নিউ বেরিয়াল গ্রাউন্ড' (সার্কুলার রোড, ইস্ট)-এর একটি ম্যাপ। সেই ম্যাপ হাতে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে আমি আর অধীর কুমার খুঁজে বের করি ড্রামন্ডের সমাধিস্তম্ভটি। তারপর থেকেই 'মধুমেলা'র পক্ষ থেকে মাইকেলের জন্ম ও মৃত্যুদিনের অনুষ্ঠানে ড্রামন্ডের সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার ব্যবস্থা হয়। এবং সেই অনুষ্ঠানেই ড্রামন্ডকে নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছার কথা ফাঁস হয়।

একদিন হল কী— 'আলগ্রাফ'-এর আলাউদ্দিন এসে জোর-জবরদস্তি করে বলল কিছু ম্যাটার দিন। ডি.টি.পি. করে রাখি। পরে যখন বই করবেন তখন করবেন। ওকে ফাঁপরে ফেলার জন্যে ওর হাতে ড্রামন্ডের ম্যাটার কিছু তুলে দিই। মাইক্রোফিল্‌ম থেকে নেওয়া '*বেঙ্গল হরকরা*'র খুদে-খুদে, প্রায় মুছে যাওয়া ম্যাটার দেখে ওদের তো মাথায় হাত। পড়াই যায় না। কম্পোজ হবে কী করে? আলাউদ্দিনকে জব্দ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমিই জব্দ হয়ে গেলাম। সন্ধে'য়-সন্ধে'য় গিয়ে আমাকে প্রম্পট করতে হত। এই ভাবে আরম্ভ হল বই-এর কাজ।

এর মধ্যে কবি আলোক সরকারকে একদিন ফোন করে বলি ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের একটা কবিতা অনুবাদ করে দেবেন? উনি সানন্দে বললেন, নিশ্চয়ই দেব। কত লাইনের? বললাম মাত্র ১৬৮ লাইনের। উনি দমলেন না। বললেন, সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি নেই তো। অন্যান্য অনুবাদের কাজে নিজেই হাত লাগালাম। কিছু অনুবাদ করে দিলেন সরশুনা কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা সারোত্তমা। কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত একটি কবিতার অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন কল্যাণীর অজ্ঞাতবাস থেকে।

প্রথমে ড্রামন্ড সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ খাড়া করেছিলাম। পরে নানা প্রসঙ্গ যোগ করতে করতে তার পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় একশ'য়। নানা কাটাকুটি, যোগ বিয়োগের ভেতর থেকে লেখাটা পঠনোপযোগী করতে এগিয়ে আসে দুই স্নেহভাজন তরুণ অধ্যাপক দেবব্রত ও তন্ময়। ড্রামন্ড ছিলেন মেটাফিজিশিয়ান। তাঁর দর্শনচিন্তার অংশটি নিয়ে খিদিরপুর কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা মানোয়ারা খাতুন -এর সঙ্গে আলোচনা করি।

ডিরোজিওর মৃত্যুদিবস ২৬ ডিসেম্বর কাছে এলেই একটা করে বই বের করার ভূত আমাদের মাথায় চেপে বসে। আবিরলাল মুখার্জীর বাড়িতে গেলে উনি চশমার ঊর্ধ্বভাগের উপর দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এবার কি বই বেরুচ্ছে? অধীরকুমার, অমর দত্ত তাগিদ দিতে থাকেন। ডিরোজিও-অনুরাগীরা দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন, বই-এর কদ্দূর?

কিন্তু বই যে বেরুবে— রসদ কোথায়? বের করবে কে? 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডে'র তরুণ সভাপতি আবদুস সাত্তার একদিন ফোনে বলল— ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমার দপ্তরে চলে এসো। দেখা যাক্ কী করা যায়? ওরই সাক্ষাতে 'পুনশ্চ'র কর্ণধার সন্দীপ নায়কের সঙ্গে কথা হয়। উনি দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ায় আমরা শেষপর্যন্ত বই প্রকাশের কাছাকাছি চলে আসতে পারলাম। বইটির মুখবন্ধ লেখার জন্য এবার আমরা দ্বারস্থ হয়েছিলাম শিবনারায়ণ রায়ের। ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামন্ডের উপর বই শুনে সানন্দে সম্মত হয়েছেন। প্রচ্ছদের দায়িত্ব এবারও নিয়েজেন প্রণবেশ মাইতি।

শাহজাহানের নামে চলে বলেই তাজমহল কিন্তু তার বানানো নয়। একটা বই হওয়ার পিছনেও অনেক মানুষ থাকেন। কিছু মানুষের কথা বলা গেল এই মাত্র।

বইটা বঙ্গভাষী পাঠকদের কথা মনে রেখে করা হলেও গবেষক ও অ-বঙ্গভাষীদের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষকরা এ বই দেখলে বুঝতে পারবেন আরো কী কী তাদের করতে হবে।

ডেভিড ড্রামন্ড নানা গুণের অধিকারী সেই মুক্ত-চিন্তক বিরল শিক্ষকদের একজন যিনি ডিরোজিওর মতো বিরল ছাত্র ও শিক্ষক তৈরি করেন। ড্রামন্ড মনে করতেন প্রতিভা বলে আলাদা কিছু নেই। উপযুক্ত পরিবেশ ও নিবিড় কর্ষণের দ্বারা উৎকৃষ্ট মানুষ রচনা করা যায় বা কল্যাণকারী মানবিক ঔৎকর্ষ সৃষ্টি করা যায়। তাঁর এই তত্ত্ব তিনি ডিরোজিওর মধ্যে পুষ্পিত করে তুলেছিলেন। এই তত্ত্ব-সূত্র নিয়েই ডিরোজিও কাজে নেমেছিলেন দেশীয় ছাত্রদের মধ্যে। তাঁদের বহ্নিমান চেতনা ও সক্রিয়তা থেকে একালের মানুষও বিশেষ করে শিক্ষকরা পেতে পারেন পথ চলার দিশা। এই ধরনের বই করতে সকলেরই সাহায্য দরকার। প্রিয় পাঠক, আপনাকে যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি সেজন্য আর কিছু না পারুন অন্তত এক কপি বই কিনে ফেলুন। কেননা বই লেখার গল্প শেষ হচ্ছে আপনাকে দিয়েই।

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'.....

শ. মু.

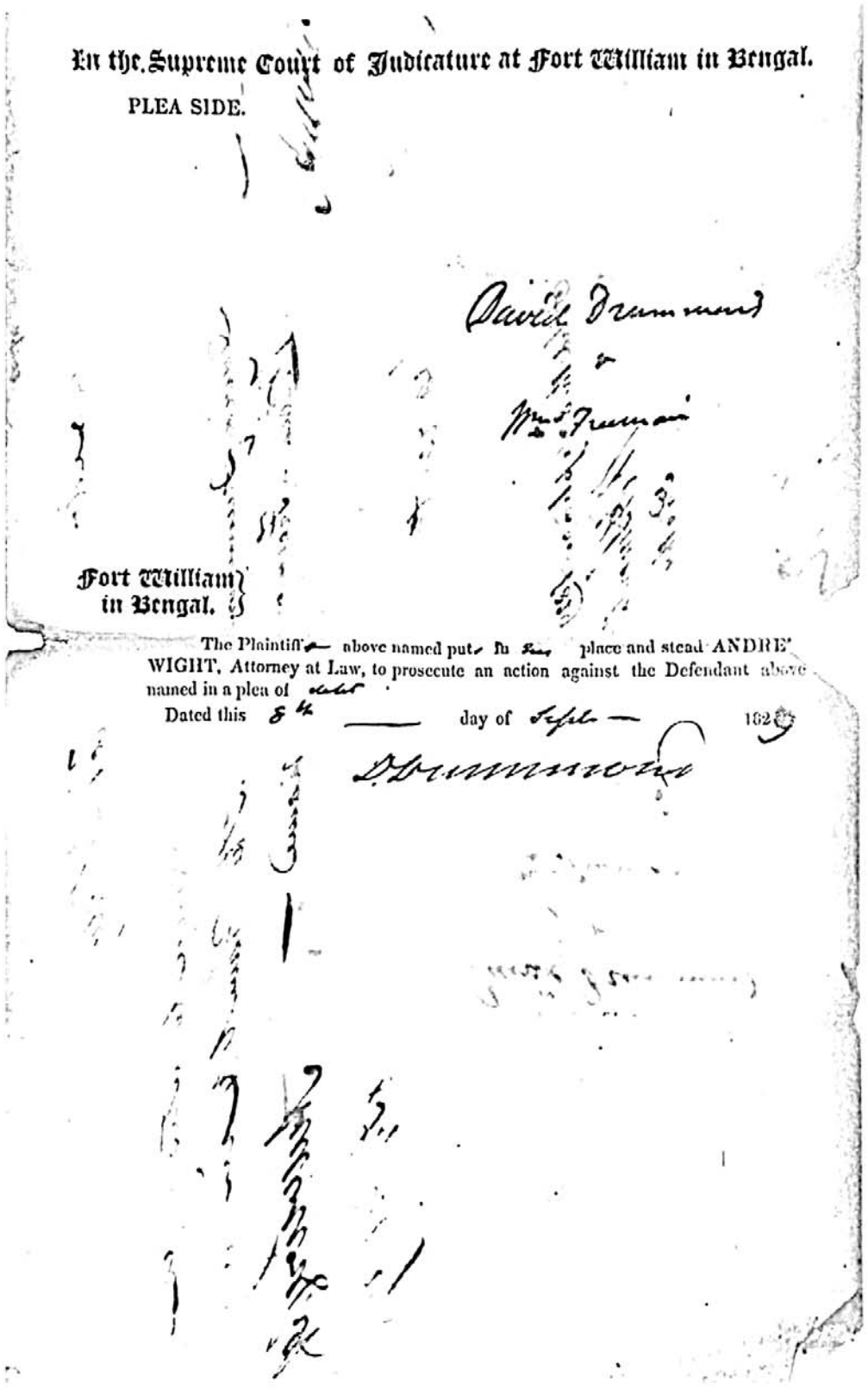

In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal.

PLEA SIDE.

David Drummond

Fort William in Bengal.

The Plaintiff above named put in his place and stead ANDREW WIGHT, Attorney at Law, to prosecute an action against the Defendant above named in a plea of debt.

Dated this 8th day of Sept 182

D. Drummond

ডেভিড ড্রামণ্ডের স্বাক্ষর।

সুপ্রিম কোর্টে মামলার নথি থেকে গৃহীত। সৌজন্য অমিত রায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিবনারায়ণ রায় (মুখবন্ধ), প্রণবেশ মাইতি (প্রচ্ছদশিল্পী); আলোক সরকার, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সারোত্তমা মজুমদার (অনুবাদ); আবদুস সাত্তার (সভাপতি, প.ব. মাদ্রাসা বোর্ড); মজহারুল ইসলাম, অসীম মুখোপাধ্যায়, উমা মজুমদার, জগমাল সিং, শঙ্কর বিশ্বাস, প্রতাপ মাইতি, অশোক নাথ, অমর সিং বাগীশ্বর, (ন্যাশনাল লাইব্রেরি); রণজয় বসু, এস. চক্রবর্তী (ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ড); সুনীল চট্টোপাধ্যায় (কেরি লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, শ্রীরামপুর); মি. ব্রাউন (গোথালস্ ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ); স্বাগতা দাস মুখোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি); গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব সেন (কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি) ভূপতি ঘোষ (শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা সমিতি, চন্দননগর)
অঞ্জলি দাশ (ঈশ্বরগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতি, কাঁচড়াপাড়া); রবীন্দ্রকুমার শীল (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল কমিটি); সুমিতা ঘোষ (টাউন হল লাইব্রেরি); দেবব্রত চক্রবর্তী, তন্ময় বীর (পাণ্ডুলিপি); শেখ আলাউদ্দিন (আলগ্রাফ); সোমনাথ চ্যাটার্জী, সঞ্জীব চ্যাটার্জী (ইং অক্ষর বিন্যাস); পুনশ্চ; মানোয়ারা খাতুন, রুমা ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ রায়, সুদক্ষিণা রায়, প্রবোধ মিশ্র, অসিতকুমার মণ্ডল, শরদিন্দু রায়, আবু বাকের জিল্লানী, রুমা চ্যাটার্জী (খিদিরপুর কলেজ); গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, মহুয়া সরকার, অনিরুদ্ধ রায়, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী (প.ব. ইতিহাস সংসদ); সুহাস চট্টোপাধ্যায়, পার্থ রাহা (ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেজ, কলকাতা); এ. এফ. সালাহ্উদ্দিন, পি. টি নায়ার, সুকান্ত চৌধুরী, মালিনী ভট্টাচার্য, ডা. শঙ্কর নাথ, বিনয়ভূষণ রায়, আবদুর রাউফ, অমলেন্দু দে, রমাপ্রসাদ দে, পল্লব সেনগুপ্ত, সৌরীন দাশ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, দ্বিজেন মুন্সী, অমিতাভ চন্দ, অঞ্জন বেরা, সুস্নাত দাশ, অনিন্দ্য ভুক্ত, অর্জুন সেনশর্মা, সুরজিৎ বসু, অরূপ মণ্ডল, সুরঞ্জন মিদ্যে, বরেন্দু মণ্ডল, স্বর্ণময় মুখার্জী, মাকসুদা খাতুন, প্রণবকুমার দেব।

বিষয়সূচি

প্রথম পর্ব

ক. **জীবনী** 23-90

কলকাতার আদি আচার্য ঃ ডেভিড ড্রামন্ড 25

উল্লেখপঞ্জী ও ধরতাই টীকা 87

খ. **বঙ্গানুবাদে ড্রামন্ড** 91-129

কবিতা 93

এলিজি 95

কেমন ব্যথার মতো মনে পড়া 102

ড্রামন্ডের নিজের কথা (চিঠিপত্র থেকে) 103

অবজেকশনস্ টু ফ্রেনোলজি 107

আপত্তিসমূহের সারমর্ম

সংবাদ প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় (উইকলি এগ্‌জামিনার থেকে) 109-118

কুলীন ব্রাহ্মণ 109

মেজর ক্লিবর্ন 111

নাট্যচর্চা 114

সৈনিকের অমানবিক শাস্তি 116

একটি পত্র-নিবন্ধ 119

হিন্দু চরিত্রের প্রশংসা

গুরু-শিষ্য সংবাদ 123

বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে বিদায়ী ভাষণ

ড্রামন্ডের শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা (মেকানিকস ইনস্টিটিউটের সভায়) 125

ধর্মতলা একাডেমির একটি বার্ষিক
পরীক্ষা-অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন ঃ 129

অনুবাদের ধরতাই সূত্র 131

SECOND PART

Documents etc.

Memoir 135-170

A Brief Memoir of the Late Mr. David Drummond 137
(Oriental Magazine, June 1843*)*

Poems 171-182

Elegy 173
Lines to the Memory of Robert Burns 179
Love misplaced 180
St. Andrew's Day 181

School : Durrumtollah Academy 183-242

An Excerpt from Prospectus of Durrumtollah Academy 187
List of Contemporary Public Seminaries 189
From the Bengal Almanac for 1815
Bengal Almanac and Annual Directory for 1822
Name of Some Proprietors & Teachers 191
Name of Some Meritorius Students 192

Report of the Annual Examinations 199-242

Annual Examination : 1817, *Calcutta Gazette* 199
Annual Examination : 1818, *Govt. Gazette* 201
A Letter from Gopee Kissen Deb (Guardian) : 1818, *Govt. Gazette* 204
Annual Examination : 1818, *Calcutta Journal* 206
Annual Examination : 1820, *Calcutta Journal* 206
An unsigned Letter about Annual Examination : 1821, *Calcutta Journal* 207
Annual Examination : 1821, *Calcutta Journal* 209
Annual Examination : 1822, *Calcutta Journal* 214
Annual Examination : 1823, *John Bull* 215
Dramatic Performance : 1824, *John Bull* *(India Gazette)* 218

Dramatic Performance	: 1824, *Calcutta Monthly Journal*	224
Annual Examination	: 1825, *Bengal Hurkaru*	225
Annual Examination	: 1826, *Bengal Hurkaru (India Gazette)*	231
Annual Examination	: 1828, *Bengal Hurkaru*	233
Annual Examination	: 1829, *বঙ্গদূত*	234
Annual Examination	: 1829, *Bengal Herald*	235
Annual Examination	: 1829, *India Gazette*	236
Annual Examination	: 1830, *India Gazette*	239
Annual Examination	: 1831, *India Gazette (East Indian)*	240

Book : Objections to Phrenology 243

Excerpts from *Objections to Phrenology* 247

A Letter from David Drummond, *Bengal Hurkaru* 249

Review of Objections to Phrenology, *Bengal Herald* 252

Journal : The Weekly Examiner and Literary Register 255-290

Stray Collections from *W. E.* 257

Prospectus of The Weekly Examiner 259

The Coolin Bramins 261

The Second Cavalry 265

The Second Cavalry Again 267

Major Clibborne 268

Cadets Versus Adventurers 272

French and Russia 275

Theatricals 277

Dissenter's Marriage 280

Court of Requests 284

The Late Murder in Kishnaghur 286

Flogging Extraordinary 287

A Letter-Article by Drummond 291

Appreciation of the Hindoo Character, *Bengal Hurkaru*

Last Public Speech of Drummond 297

(In a Meeting of Mechanic's Institute)

Death News 304
Obituary Notice, *Oriental Magazine* 304

Epitaph 305

Source List 311

Bibliography 315

Abbreviations 319

Books published by DCC 320

List of Illustration, Map, Print out & Photo copy

	Pg.
Cover page of the O.M., 1843	134
Front page of the Memoir of D.D. in O.M., 1843	136
Scottish Church by the Eastern side of Lall Dighi, 1819	182
D.A. in the Map of Schalch, 1825	184
Close up of the D.A. & Derozio's House in the Schalch's Map	186
Advertisement of D.A., C.G. 1817	197
Advertisement of D.A., G.G. 1818	198
Cover page of the C.J., 1819	205
Front page of the J.B., 1824	215
Front page of the J.B., 1824	218
A portion of the Report of Dramatic Performance, J.B., 1824	221
Cover page of C.M.J., 1801	224
Front piece of B.H., 1826	225
Front piece of B.He., 1829	252
Prospectus of W.E., B.H., 1829	258
News Article, The Coolin Bramins, B.H., 1840	290
A Letter-Article, Appreciation of Hindoo Character - B.H., 1843	290
Town Hall painted by J.B. Fraser, 1819	296
Map of the New Burial Ground, B.P.P.,V	306
The Grave of D.D., [Photo Pronabesh Maity, 2004]	307
Title page of T.E.'s Book	308
সুরেশচন্দ্র মৈত্রের গ্রন্থের আখ্যাপত্র	309

প্রথম পর্ব

ক. জীবনী

কলকাতার আদি আচার্য ঃ ডেভিড ড্রামন্ড

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন 'নব্যবঙ্গের দীক্ষা গুরু'। তিনি শুধু তরুণ ছাত্রদের মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। তাদের প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন, জ্ঞানান্বেষী করেছিলেন, সমাজকল্যাণমুখী ও মানবতাবাদী হবার দীক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

> My advise to you is, that you go forth into the world strong in wisdom and in worth; scatter the seeds of love among mankind.[১]

জ্ঞান এবং সক্রিয়তা নিয়ে বিশ্বের মাঝে নিজেদের বিকীর্ণ করো, মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দাও ভালোবাসার বীজ। 'সত্যের জন্য বাঁচো এবং মরো।' শ্রেণিকক্ষের টেবিল-চেয়ার উপচে তার ছাত্ররা বিতর্কসভা ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে কুবিশ্বাসাচ্ছন্ন কায়েমি ব্যবস্থার দিকে ধাবমান হয়ে গিয়েছিল। ফলে সামাল-সামাল রব উঠেছিল চারিদিকে। তাই ডিরোজিওকে নিয়ে প্রায় দু'শো বছর পরেও আমাদের কৌতূহল দীপ্যমান।

কিন্তু নব্যবঙ্গের এই 'দীক্ষাগুরু'র দীক্ষাগুরু কে? কে সেই আচার্য যিনি ডিরোজিওর মতো শিক্ষক তৈরি করেছিলেন? তিনি স্কটল্যান্ড থেকে অভাবিত ভাবে এসে পড়া একটি মানুষ। ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৫/৮৭— ১৮৪৩)। তাঁকে বলা যায় শিক্ষকের শিক্ষক। অদ্ভুত মানুষ এই ড্রামন্ড! আকর্ষণীয় এক জীবননাট্যের নায়ক।

রূপোলি লীভেন নদীর তীরে

ড্রামন্ড জন্মেছিলেন স্কটল্যান্ডের ফাইপশায়ারে 'a native of Fifeshire।'[২] সেখানে দর্শন, সঙ্গীত আর কাব্যচর্চা করে দিন কাটছিল তাঁর। রূপোলি লীভেন নদীর ধারে পদচারণা করতে করতে গুনগুন করে স্বরচিত গান গাইতেন। গলায় খুব যে সুর ছিল তা নয়; কিন্তু হৃদয়ে তরঙ্গিত আবেগ ছিল, শানিত সংবেদনশীল মনন ছিল, আগুন রঙের স্বপ্ন ছিল; জীবনকে নিবিড় করে ভালোবেসেছিলেন বলে সময়ে-অসময়ে গান আর কবিতা তাঁর কণ্ঠে ও কলমে ভর করত। দর্শন

পড়তেন, তর্ক করতেন; স্বপ্ন দেখতেন নতুন ধরনের মানুষ ও সমাজের। স্বপ্ন দেখবেন না কেন? তখন স্কটল্যান্ড ছিল নতুন ভাবনাচিন্তা ও বৈপ্লবিক স্বপ্নের জন্মভূমি। সংশয়, জিজ্ঞাসা, প্রতিবাদ, প্রকল্পনা তখন স্কটল্যান্ডের আকাশে-বাতাসে। দার্শনিক হিউমের সংশয়বাদ, রবার্টসনের নতুন ইতিহাস চেতনা, রিড আর স্টুয়ার্টের যুক্তিশানিত আস্তিক্যবাদ, টমাস ক্যাম্পবেলের মুক্তিকামী কবিতা, রবার্ট বার্নসের বিদ্রোহী কাব্য কথিকা, টম পেইনের যুক্তিবাদী দর্শন তখন সংবেদনশীল যে কোনো মানুষের চেতনার শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে দিত। হিউমের সংশয়বাদ, পেইনের 'এজ অব রিজন', ক্যাম্পবেলের 'প্লেজার্স অব হোপ' আর বার্নসের আগুনে স্বপ্ন তাঁর মস্তিষ্ক আর হৃদয়কে দখল করে নিয়েছিল।

স্কটল্যান্ড থেকে ভারত

ড্রামন্ডের জীবনের দুটি অধ্যায়। জন্মেছেন স্কটল্যান্ডে-ফাইপশায়ারে। জীবনের প্রথম ২৬/২৮ বছর সেখানে কাটিয়ে পাড়ি দিয়েছেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে। তাঁর ৫৬ বছরের আয়ুষ্কালযুক্ত জীবনের বাকি ৩০ বছর কেটেছে কলকাতায়। কলকাতার মাটিতেই তিনি গ্রহণ করেছেন শেষ শয্যা। অর্থাৎ জনমে তিনি ইউরোপীয় মরণে ভারতীয়। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। **'His papers are mute on the subject।'**[৩] সঠিক জন্মতারিখ তো দূরের কথা জন্মসন সম্পর্কেই দু'রকম কথা ১৭৮৫ অথবা ১৭৮৭। বাবা ছিলেন পাদরি। ইংলন্ডের সনাতন চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন গির্জার পাদরি। **'His father was a Dissenting Clergyman।'**[৪] ড্রামন্ডরা ছিলেন চার ভাই ও তিন বোন। ঠিক কী কারণে ড্রামন্ড দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলা দুষ্কর। পরিবারের সঙ্গে গুরুতর মতান্তরের ঘটনা একটা ঘটেছিল। টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন, **'there are sound reasons for believing that theological differences with his own family had some hand in it।'**[৫] ধর্মীয় বিষয়ে মতান্তরের জেরে রামমোহনও তো একদা গৃহত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং এটা হওয়া অসম্ভব নয়। স্কটল্যান্ডে একদা কৃষক পরিবারও চাইত তাদের ছেলেরা প্রার্থনার উচ্চ বেদিতে উঠে একসময় মাথা নাড়াবে— সেজন্য তাদের চেষ্টারও কমতি ছিল না। ড্রামন্ডের পিতৃদেব পাদরিই ছিলেন। সুতরাং এটা হতেই পারে। কিন্তু ড্রামন্ড গির্জার জীবিকা নিতে রাজি হলেন না। **'because his mind had outgrown the narrow theology of the sect he had been educated to enter।'**[৬] তবে তিনি দেশত্যাগ করার পর যে চিঠি লিখেছেন তা বাবাকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়, বাবার কোনো প্রসঙ্গও নেই। ভাইকে (অগ্রজ?) উদ্দেশ্য করে লেখা সেই চিঠিতে